শিক্ষাক্রম, এবং বিদ্যালয় জীবনের পছন্দ এবং সংগতিবিধানে সাহায্য করাই হলো শিক্ষামূলক নির্দেশনা (Educational Guidance is concerned with assistance given to pupils in their choices and adjustment with relation to schools, curriculum, course and school life)।

John M. Brewer বলেছেন, "শিক্ষামূলক নির্দেশনা হলো ব্যক্তির বিকাশ প্রক্রিয়ায় যুক্ত এক সচেতন প্রচেষ্টা, শিখন অথবা শিক্ষণের জন্য যা কিছু করা হয় সবই শিক্ষামূলক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত" (a conscious effort to assist in intellectual growth of an individual and anything that has to do with instruction or with learning may comes under the term educational guidance)।

Myers বলেছেন—"শিক্ষামূলক নির্দেশনা এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশ ও শিক্ষার জন্য একদিকে শিক্ষার্থীর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং অন্যদিকে তার প্রয়োজন ও নানারকম সুযোগের মধ্যে অনুকূল মেলবন্ধন বা সঙ্গতির সৃষ্টি করে" (Educational guidance is a process concerned with bringing about between an individual pupil with his distinctive characteristics on the one hand and differing groups of opportunities and requirements on the other, a favourable setting for individual development or education)।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে আমরা শিক্ষামূলক নির্দেশনার প্রকৃতি (Nature) সম্পর্কে একটা ধারণা পাই যেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

(i) শিক্ষামূলক নির্দেশনা হলো এমন এক প্রকার নির্দেশনা যা ছাত্র সমাজকে সহায়তা করে।

(ii) এই নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে এবং সঠিক শিক্ষা কার্যক্রম নির্বাচনে সহায়তা করে, বিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তি, বিষয় নির্বাচন, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী নির্বাচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

(iii) শিক্ষামূলক নির্দেশনা শুধুমাত্র শিক্ষামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে তাই নয়, এই প্রকার নির্দেশনা শিক্ষার্থীর শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ মাত্রায় শিক্ষাগত বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে।

(iv) তাছাড়া শিক্ষামূলক নির্দেশনার অপর যে মুখ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেটা হলো এই প্রকার নির্দেশনা শিক্ষার্থীকে শিক্ষামূলক সংগতিবিধানে সহায়তা করে এবং সর্বোচ্চ মাত্রায় শিক্ষামূলক সাফল্য অর্জনে সাহায্য করে।

উপরোক্ত সকল প্রকার ধারণা থেকে আমরা শিক্ষামূলক নির্দেশনার একটি সহজ সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি—

শিক্ষামূলক নির্দেশনা হলো শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত শিক্ষামূলক বিকাশ ও সংগতিবিধানে সাহায্যকারী একটি প্রক্রিয়া (Educational guidance is a process rendering help to the students in their proper educational development and adjustment)।

শিক্ষাগত নির্দেশনা প্রধানত শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক ও প্রজ্ঞামূলক বিকাশের উপর আলোকপাত করে। এর লক্ষ্য হলো—

(i) শিখন পদ্ধতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে শিশুকে সহায়তা করা।

(ii) শিশুকে শিখনের দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করে তোলা।

(iii) শিশুকে তার প্রজ্ঞামূলক উন্নয়নের সাথে সাথে কর্মক্ষমতার বিকাশে অনুপ্রাণিত করা।

(iv) উপযুক্ত নির্দেশনা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অপচয় ও অনুন্নয়ন (Westage and stagnation) রোধ করা।

(v) সঠিক বিষয় নির্বাচন বা শিক্ষাক্রম নির্বাচনের (Educational choice) মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ বৃত্তি (career) ও জীবন গঠনে সহায়তা করা। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি (insight) গঠনে সহায়তা করা।

(vi) বিদ্যালয় বা শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীকে শিক্ষামূলক সংগতিবিধানে (Educational adjustment) সাহায্য করা অর্থাৎ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যাবলী, পাঠ্যক্রম, পাঠপদ্ধতি, অনুশীলন, বাড়ির কাজ প্রভৃতির সাথে মানিয়ে নিতে নির্দেশনা সহায়তা করে।

(vii) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। নির্দিষ্ট সময় ও সম্পদের মধ্য থেকে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা অনুযায়ী সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করা।

■ নির্দেশনা ও শিক্ষা (Guidance and Education) ঃ

শিক্ষা ও নির্দেশনা কি সমার্থক না ভিন্ন এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে শিক্ষা ও নির্দেশনার অর্থের মধ্যে। নির্দেশনা বলতে আমরা বুঝি জীবনের নানা বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত (decision) গ্রহণের দক্ষতা অর্জনে ব্যক্তিকে তার শিক্ষাকালে যথাযথ পরামর্শ দেওয়া। যেমন একজন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কি করতে চায় এবং যেটা করতে চায় সেই কাজ কতখানি ভালোভাবে করতে সক্ষম হবে, তার

Scanned with OKEN Scanner

অর্জন করাই হলো শিক্ষা — এই উভয় প্রকার মতবাদের মধ্যে বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা ভারসাম্য রচনা করে।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে শিক্ষা ব্যক্তিগত প্রয়াস এবং বাইরের নির্দেশনা ছাড়াই শিক্ষা সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে যখন প্রযুক্তিগত প্রসারের ফলে ভীষণভাবে জটিল হয়ে উঠছে তখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা প্রয়াসে শিক্ষার সুযোগ দিন দিন সংকুচিত হয়ে পড়ছে। রিংকল এবং গিলক্রাইস্ট (Wrinkle and Gilchrist) শিক্ষা ও নির্দেশনার সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে বলেছেন ঃ "নির্দেশনা ব্যতীত শিক্ষা কখনোই ভালো শিক্ষা হতে পারে না আবার ভালো শিক্ষা ব্যতীত নির্দেশনাও অসম্পূর্ণ থাকে"। (Teaching without guidance can not be good teaching and guidance without good teaching is incomplete)।

■ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষামূলক নির্দেশনা (Educational function of guidance of the elementary stage) ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে নির্দেশনার ভূমিকা আলোচনা ছাড়া কোনো কিছুই নির্দেশনা ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্কের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আবহমানকাল ধরেই শিক্ষাবিদেরা জোর দিয়ে আসছেন শিশুর শৈশবের দিনগুলির গুরুত্বের উপর যে সময় তার অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি, আগ্রহ, ব্যক্তিত্বের শৃঙ্খলাসমূহ গড়ে ওঠে যা একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল জীবনের জন্য প্রয়োজন। এটা বলা হয় যে ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি শৈশবের প্রাথমিক কয়েক বছরেই গড়ে ওঠে। এই পর্যায়ে বিশদ শিক্ষাগত নির্দেশনাসমূহ নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও যা অন্তর্ভুক্ত করে তা হলো শিশুকে সুঅভ্যাস ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের পথে পরিচালিত করা। কেবল মাত্র নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও এটি নির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা শিক্ষার মূল্যবান উদ্দেশ্যকে সার্থকভাবে চরিতার্থ করতে সহায়তা করে থাকে। অতিরিক্ত শ্রেণি সক্রিয়তাসহ নির্দেশনা কর্মসূচি শিশুকে তার প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে এবং এরকমভাবেই তাকে আত্ম উন্মোচনের পথে পরিচালিত করে। শিশুকে বেঁচে থাকার নতুন লক্ষ্য ও ভাবনায় সুসজ্জিত হতে হয় এবং তাকে যে সকল আচরণ ও অভ্যাসকে আত্মস্থ করতে হয় যা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়—তাকে সেই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা যাতে সে নিজেকে আজকের বিস্তৃত স্কুলের মধ্যে ও স্কুলের বাইরে উভয় পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে। বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম

Scanned with OKEN Scanner

এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে সুশৃঙ্খল ও সামাজিক মানুষ হিসা
সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এই নির্দেশনার একান্ত প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রিত বা অস্বাস্থ্যক
পরিবেশ সাধারণত শিশুর কর্মক্ষমতাকে ঠিকমত গড়ে তুলতে পারে না বা ত
বিকাশকে বিঘ্নিত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে কোনো কম বুদ্ধিসম্প
শিশুও উপযুক্ত পরিবেশ ও সুচিন্তিত নির্দেশনা পেলে তার ন্যূনতম বুদ্ধিবৃদ্ধি
উন্নতি ঘটাতে পারে। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কিছু নির্দি
শিক্ষাগত নির্দেশনার কাজ এখানে উল্লেখ করা হলো—

শুভ সূচনার জন্য শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা — যখন শিক্ষার্থী শিক্ষা
প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে, তার শুরুটা ভালো করার জন্য যথাযথ নির্দেশনার
প্রয়োজন হয়। প্রায় ৬১.৭% শিক্ষার্থী শুরুতেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে বেশ কি
কারণে যার মধ্যে প্রধান হলো শুরুতে ভালো ফল করতে না পারা ব
পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলা। প্রকৃত শিক্ষা যে তাদের সামনে অনেক
সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করতে পারে — এ বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে।
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নির্দেশনার একটি প্রধান কাজ হলো এই সমস্ত
শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ত্যাগ রোধ করা এবং মানবসম্পদকে যথাযথভাবে কাজে
লাগানো বা বিকশিত করা।

বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিকল্পনা করা — আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায়
যখন শিশুরা একাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় সাধারণত তখন তাদেরকে পছন্দমত
বিষয় বেছে নিতে হয়। ঠিক সময়ে ঠিক বিষয় বেছে নিতে অনেক আগে
থেকেই শিক্ষার্থীদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই প্রস্তুতিকাল
উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠগ্রহণের মধ্য দিয়েই শুরু হয়। ঠিকমতো সুযোগ
সুবিধা শিশুকে দিতে হয়। তার সামর্থ্য, দক্ষতা ও আগ্রহকে বুঝে নির্দিষ্ট বিষয়ের
সাথে সংযুক্ত করতে হবে যে বিষয়গুলিকে সে ভবিষ্যতে বেছে নেবে। দক্ষতার
সাথে ঐসব বিষয়গুলির প্রকৃতি এবং তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে জ্ঞান
অর্জন করা প্রয়োজন। এই সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর যথামথ জ্ঞান থাকলে তার
ভবিষ্যতের বৃত্তিমূলক সামর্থ্য ও আকাঙ্খার সাথে এই বিষয়গুলি সংযুক্ত হতে
পারবে। অনেক সময় শিক্ষার্থীর এই বিষয়ে কোনো জ্ঞান না থাকার ফলে
ভবিষ্যতে বৃত্তিমূলক কাজ বাছাই করার ক্ষেত্রে সে হতাশ হয়ে পড়ে।

Scanned with OKEN Scanner

শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম শিক্ষার সুফল পেতে সাহায্য করা — যদিও এটি হলো দীর্ঘকালীন শিক্ষার বিষয় তবুও আমরা এ বিষয়ে খুব কমই যত্নবান হই। উপযুক্ত শিখন-শিক্ষণের সামান্য কিছু নীতি ব্যতিরেকে শিশু তার শিক্ষা চলাকালীন বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় এবং তার বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতিকে বিঘ্নিত করে। সেজন্য বিষয়ভিত্তিক সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া একান্ত দরকার এবং শিশুকে তার শিখনের ঐ দুরূহতা অতিক্রম করতে সাহায্য করাও প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে একজন শিক্ষার্থীর দক্ষতা এবং তার সার্থকতা এভাবেই উন্নত হতে পারে।

▮ মাধ্যমিক পর্যায়ে নির্দেশনার শিক্ষাগত কার্যকারীতা (Educational Functions of guidance of the secondary stage) ঃ

যখন শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে প্রবেশ করে তখন তার এবং গৃহীত শিক্ষার ভিতরে একটা নতুন সম্পর্কের কাঠামো গড়ে ওঠে। নতুন নতুন সাথীদের সাথে তার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। নতুন চিন্তাবোধ তার মধ্যে জাগ্রত হয়। নতুন চেতনা বিকশিত হতে থাকে। অনেকটা মোহমুক্ত ভাবে সে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বোঝার প্রয়াস পায়। স্কুলে যাবে কি যাবে না, ক্লাসরুমে থাকবে কি থাকবে না, কোনো শিক্ষকের ক্লাস করবে কি করবে না—এসব বোধ তার মধ্যে জাগ্রত হয়। এই বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু ধারণার সৃষ্টি হয় অথবা সৃষ্টি হতে থাকে। নির্দিষ্ট কিছু কৌতূহল তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়, পছন্দ অপছন্দের ধারণা তীব্র হয়ে ওঠে। এই সময়েই তাদের বুদ্ধিসত্ত্বা ও সামর্থ্য সর্বোচ্চ সীমাতে পৌঁছায়। যারা বিকাশের যথাযথ সুযোগ পায় না তাদের মধ্যে বেড়ে ওঠার সংকীর্ণ ধারণা জন্ম নেয়। ব্যক্তিত্বের যে সকল গুণাবলী কাজের সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি স্থিতাবস্থা পায়। এসবই একটি জটিল প্রক্রিয়া। যদি প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া না হয়ে থাকে তবে এ পর্যায়ে নির্দেশনার কাজ অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। এর লক্ষ্য কেবল শিক্ষার্থীকে দিশাহীন শূন্যতার আবর্ত থেকে রক্ষা করাই নয়, অধিকন্তু শিক্ষার্থীর সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রিত করে অবস্থার সামগ্রিক উন্নতিতে সহায়তা করা। এটা কেবল একজন কিশোরকে তার শিক্ষা ও কর্মকেন্দ্রিক পরিবেশের সাথে তার সম্পর্কের গুরুত্বকে বুঝতে সহায়তা করার মধ্য দিয়েই সম্ভবপর হয়। এটা হয়ত সামগ্রিক ভাবনার পুনর্গঠনকেই বোঝায়। তারপর তার সামনে উপস্থাপিত করা হয় ভবিষ্যতের সাথে তার সম্পর্কের

একটি সামগ্রিক চিত্র। শিক্ষার্থীর মনে রাখতে হবে আমাদের জগৎ নি
পরিবর্তনশীল এবং প্রতি মুহূর্তে তার চাহিদারও বদল ঘটছে। সে কথা ম
রেখে তাকে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা
করতে হবে।

আর এই সবেরই জন্য প্রয়োজন সঠিক ও যথাযথ নির্দেশনা যা তার শক্তি
সামর্থ্যকে সংহত করে তার সামাজিক সহাবস্থানকে সুনিশ্চিত করবে। মাধ্যমি
পর্যায়ে নির্দেশনার বিশেষ কিছু কর্মপদ্ধতি নীচে বর্ণিত হলো—

● **শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রতি প্রেষণা জাগাতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা**— ধারাবাহিক শ্রেণিসংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে এটা বোঝ
হবে ও সহায়তা করতে হবে যে মাধ্যমিক শিক্ষা সকলের শিক্ষার চাহিদাকে পূ
করে। অনেকের জন্য কর্মসংস্থানের শিক্ষা হিসাবে কাজ করে আবার বেশ কি
জনের কাছে এই শিক্ষা নেতৃত্ব গঠনের শিক্ষা হিসাবে কাজ করে। তাদের ক
এটা পরিষ্কার থাকা উচিত যে শিক্ষা তাদের ভবিষ্যতে সুস্থ ও সমৃদ্ধ জী
গঠনের জন্য কী করতে পারে।

● **শিক্ষার্থীদের যথাযথ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অবহি করা** — শিশুরা সাধারণত যথাযথ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অ
থাকে। তারা এটাও বোঝে না যে ভালো বা খারাপ পরিকল্পনার প্রভাব জীবনে
উপর সুদূর প্রসারী হয়ে থাকে। অনেকে +2 পর্যায়ে তাদের বিষয় নির্বাচনে ভু
করে থাকে। এই বিপর্যয় রোধ করা যেতে পারে যদি মাধ্যমিক পর্যায়ের শে
যথাযথ শ্রেণি নির্দেশনার দ্বারা বা আলাপ আলোচনার দ্বারা তাদের সঠি
নির্বাচনের ক্ষেত্রগুলো চিনিয়ে দেওয়া হয়।

● **উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যথাযথ বিষয় নির্বাচনের দ্বারা শিক্ষার্থীদে অভিযোজিত হতে সহায়তা করা** — যখন বিষয় নির্বাচনের সময় আসে তখ
প্রতিটি শিক্ষার্থীদের যথাযথ বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করার প্রয়োজন হয়। এ
হলো এই স্তরের শিক্ষাগত নির্দেশনার প্রধান কাজ। যথাযথ নির্বাচনের দ্বা
একজন শিক্ষার্থী শিক্ষামূলক উদ্যমকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে।

বর্তমানে পুনর্গঠিত উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে নানা বিষয়ের সাথে কর্মকেন্দ্রি
শিক্ষার ধারণাকে একাদশ শ্রেণি থেকেই যুক্ত করা হয়েছে। বহুমাত্রিক এ
শিক্ষাপর্যায়ের উদ্দেশ্যই হলো প্রতিটি শিশুকে তাদের সামর্থ্য, পারদর্শিতা, আগ্র
ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিচারে পছন্দমত বিষয় গ্রহণের সুযোগ দেওয়া এবং এ

মাধ্যমে নিজের নিজের শিক্ষাগত কর্মক্ষমতাকে যাতে তারা কাজে লাগাতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

এসব ছাড়াও প্রতিটি শিশুর কর্মোদ্যমের তথ্য সংগ্রহ করে নির্দেশনার কর্মসূচি পরিচালিত করে শিশুকে তার প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনার নিরিখে তার বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করতে সমর্থ হয়। এই উদ্দেশ্যকরণ কর্মসূচি নবম শ্রেণিতেই শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নির্দেশনা কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মীদের অংশ নেওয়া উচিত। এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হলো—

1) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলগত কর্মসূচির মাধ্যমে এবং অনুসন্ধানমূলক ও পরীক্ষামূলক নির্দেশনার মাধ্যমে তাদের উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রম নির্বাচনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা।
2) তাদের সামর্থ্য, দক্ষতা, আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা এবং সেগুলিকে বিষয় নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত করা।
3) বৃত্তিকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত করা।
4) +2 পর্যায়ে বৃত্তিগত পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের উদ্দেশ্য বিশদ ভাবে জানানো।
5) স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সন্ধান দেওয়া যেখানে এমন বিশেষ কিছু বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ আছে যা অন্যান্য বিদ্যালয়ে থাকে না।
6) কারিগরিবিদ্যার পড়াশোনার বিষয়ে তথ্যের সন্ধান দেওয়া যার সুযোগ বিদ্যালয় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা নিতে পারে।

এটা সহজেই দেখা যায় যে এই প্রকার নির্দেশদান শিক্ষার্থীদের যথাযথ বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করে এবং নির্দেশনার প্রতি তাদের একটা ধনাত্মক মনোভাব গড়ে তোলে।

● **শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা যাতে তারা বিষয়ভিত্তিক দুরূহতাকে অতিক্রম করে পাঠোন্নতি ঘটাতে পারে এবং পাঠে দক্ষতা অর্জন করতে পারে—**

সংশোধনীমূলক শিক্ষণ (Remedial teaching) এবং পাঠে দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব এখন সর্বজনবিদিত। কিন্তু বিদ্যালয়গুলি কদাচিৎ উপরোক্ত লক্ষ্য পূরণে কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। একটি যথাযথ নির্দেশনা কর্মসূচি ঐ লক্ষ্যপূরণে সহায়তা করে।

পড়াশোনার প্রতি শিক্ষার্থীকে প্রেষণা জাগাতে সহায়তা করে — এটি হলো বিদ্যালয়ের নির্দেশনামূলক কাজগুলির অন্যতম একটি কাজ। শিক্ষাবিদেরা ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করার শিখন পদ্ধতিসমূহকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। প্রতিটি

Scanned with OKEN Scanner